ভোরের কাগজ

40

তারিখ 09 DEC 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে শিক্ষকের ১১০ পদের ৪০টিই শূন্য, লেখাপড়া বিঘ্নিত

কলেজের কথা

সঞ্জয় চাকী : শিক্ষক স্বল্পতাসহ নানা ধরনের সমস্যার কারণে কুষ্টিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী এ কলেজে ৭টি বিষয়ে মাস্টার্স, ৯টি বিষয়ে অনার্সসহ পাসকোর্স ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় রয়েছে। কলেজে মোট ১১০টি শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ থাকলেও শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ৭০ জন। উপাধ্যক্ষহ ৪০টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। ফলে বিভিন্ন বিভাগে লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। একজন শিক্ষককে ২/৩ জন শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই শিক্ষক স্বল্পতার কারণে একাধিক ক্লাস হয় না।

সবচেয়ে নাজুক অবস্থা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের। এ বিভাগে ১২টি পদের মধ্যে মাত্র দু জন প্রভাষক দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। অর্থনীতি বিভাগে ১২ জনের মধ্যে আছেন ৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এছাড়া বাংলা বিভাগে ২, গণিতে ৫, প্রাণিবিদ্যায় ২, হিসাববিজ্ঞানে ৩, ইতিহাসে ২, ইসলামের ইতিহাসে ২, পদার্থবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে একটি করে পদশূন্য রয়েছে। শ[illegible] চর্চা বিভাগে কোনো শিক্ষকই নেই। এদিকে অনার্স, মাস্টার্স, পাসকোর্স ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি বিষয় পড়ানোর জন্য মাত্র ৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। শূন্য পদের মধ্যে রয়েছে ৪টি অধ্যাপক, ১৪টি সহযোগি অধ্যাপক ও ১৪টি সহকারী অধ্যাপকের পদ। অধ্যক্ষ পদে হচ্ছে ঘন ঘন বদলি।

এসব শূন্যপদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর সামসুল আলম জানান, এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশসহ বারবার তাগাদা দেওয়া হলেও কোনো ফল হয়নি। শিক্ষক ছাড়াও একটি গেজেটেড লাইব্রেরিয়ান, একটি নন গেজেটেড লাইব্রেরীয়ান, এক জন প্রদর্শকের পদ শূন্য রয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ১৫টি পদও শূন্য রয়েছে। এসব কারণে প্রশাসনিক কাজও চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

কলেজে আলাদা কোনো বিজ্ঞান ভবন নেই। গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি রয়েছে খুবই সামান্য। আজ পর্যন্তও নির্মিত হয়নি অডিটোরিয়াম। ফলে উচ্চমাধ্যমিক, অনার্স বা মাস্টার্স পরীক্ষা শুরু হলেই অন্যদের ক্লাস বন্ধ করে দিতে হয়। এরপরও ৪ হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রীদের এ কলেজে আবাসিক সমস্যা প্রকট। ছাত্রদের জন্য যে বাসভবন রয়েছে তাতে খুবই নগণ্যসংখ্যক ছাত্রের জায়গা হয়। দীর্ঘদিনের দাবিসত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ছাত্রীনিবাস নির্মিত হয়নি। একারণে শহরের বাইরের মেধাবী ছাত্রীরা এ কলেজে লেখাপড়ায় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।